এক আনন্দময় নববর্ষে জঙ্গলের কাহিনী

Translated and Edited by Baalroom.com

নববর্ষের প্রথম দিনে জঙ্গলের আবহাওয়া খুব মনোরম থাকে| এসময় জঙ্গলের বাসিন্দারা বেশ মনের আনন্দেই থাকে| প্রতিবার সেইদিন মহারাজা “লিও” মাঙ্কি হিলের ওপর এক বিরাট ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন| এর মধ্যে প্রধান আকর্ষণ থাকে, “বরফের উপর স্কী করা, স্লেজ গাড়ী চালানো, দৌড়ান আর বরফের বল ছোড়াছুড়ি করা| নানারকম খেলা থাকলেও একটা খেলা কিন্তু বাদ থাকে| যা হল “স্কেটিং”| কারণ মহারাজা লিও এই খেলা একেবারেই পছন্দ করেন না|

জঙ্গলের মধ্যে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ভীষণই জনপ্রিয়| ছোট বড় প্রায় সব জীবজন্তুরাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে| তারা তাদের সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে সময়ের অনেক আগেই সেখানে পোঁছে যায়| সারাদিন তাদের বেশ আনন্দেই কাটে| প্রতিযোগিতায় আয়োজনের কোনও ত্রুটি থাকে না| মহারাজা থেকে দর্শক প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বসার জায়গা থাকে| এমনকি প্রত্যেক প্রতিযোগিদেরও আলাদা বসার ব্যবস্থা থাকে| সবাই বাড়ীর তৈরী রান্না করে সেখানে নিয়ে আসে আর ভাগাভাগি করে খায়|

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হল| এমনি এক নববর্ষের সকালে
জঙ্গলের সবাই যথারীতি
সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে গেল| এমনকি দূরদূরান্ত থেকেও
অনেকে আসতে লাগল মাঙ্কি হিলের
উদ্দ্যেশে|

প্রতিযোগিতার দিন দুপুর একটার মধ্যেই মাঙ্কি হিল প্রায় ভরে গেল| হাতি, ভালুক, হরিণ, শেয়াল, বাঁদর, কাঠবিড়ালী, ধেড়ে ইঁদুর, রেকুন কেউ আর বাকি রইল না| এর মধ্যে মহারাজা আর তার বন্ধুরা যেমন বাঘ, চিতা এরাও এসে উপস্থিত হল| শুরু হল সেই বহু প্রতিক্ষিত আনন্দময় সময়| প্রথমে ভালুক আর কাঠবিড়ালীর স্কী রেস| দারুণ টানটান উত্তেজনায় ভরা খেলায় কাঠবিড়ালী জয়লাভ করল| ভালুকের থেকে আয়তনে ছোট হলে কি হবে, ওজন কম হওয়ায় অনায়াসেই নিজের ভারসাম্য ঠিক রেখে সে রেস জিতে গেল|

এরপর হল বরফের মধ্যে জুতো রেস| অংশগ্রহণকারীরা হল হাতি আর জিরাফ| জিরাফ জয়লাভ করল| বাকি জীবজন্তুরা ফ্রুট্র-রেসে অংশগ্রহণ করল| তারপর সবাই বরফের বল ছোড়াছুড়ি খেলায় মেতে উঠল| সবচেয়ে উত্তেজনা ছিল স্লেজগাড়ী রেসে| তবে এই খেলায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল|

সবকিছু বেশ ভালই চলছিল| স্লেজ গাড়ী রেসে অংশগ্রহণকারী বাঁদর, ধেড়ে ইঁদুর আর কাঠবিড়ালী খুব জোরে স্লেজগাড়ী চালাচ্ছিল| হঠাৎ ধেড়ে ইঁদুর “জ্যাক” পেছন থেকে একটা আর্তনাদ শুনতে পেল| দেখল বরফের ধাক্কায় কাঠবিড়ালীর গাড়ী উলটে গেছে আর সে জখম হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে|

দুর্ঘটনা ঘটার পর সবাই খুব ভয় পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল| সঙ্গে সঙ্গে রেস বন্ধ করে দেওয়া হল| কেউ কেউ তো ভাবল কাঠবিড়ালী বোধহয় মরেই গেছে| সেইসময় হঠাৎ সেখানে মহারাজার এক তুতোভাই স্যার “হামাস” সেখানে উপস্থিত হলেন| উনি ছিলেন সিংহ সমাজের এক নামকরা ডাক্তার| তিনি সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন - “বিশেষ কিছু হয়নি তোমাদের বন্ধুর| শুধু পা ভেঙ্গেছে আর ধাক্কার চোটে জ্ঞান হারিয়েছে|” ডাক্তার “হামাস” কাছেই ভালুক বন্ধুর বাড়ীতে সেই কাঠবিড়ালীকে নিয়ে গেল| ডাক্তারের অক্লান্ত চি-কিৎসায় কাঠবিড়ালীর জ্ঞান ফিরল| পায়ে তার ব্যান্ডেজ করা হল|

এরপর কাঠবিড়ালী একটু সুস্থ হলে তার বাবা মায়ের খোঁজ করা হল| কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেল সে বেচারা অনাথ| অনেকদূর থেকে সে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে এসেছে| এই কথা শুনে ভালুক দম্পতির খুব মায়া হল| কাঠবিড়ালীকে তারা আজীবন নিজেদের কাছেই রেখে দিল| কিছুদিন পর কাঠবি-ড়ালী যখন কিছুটা হাঁটার মত সুস্থ হল তখন ভালুক দম্পতি তাকে নিয়ে জঙ্গলের কোর্টে গেল এবং আইনগত ভাবে তাকে দত্তক নিল|

CHAMBERS
OF
JUDGE
BABOON

ঐ তিনজনের আনন্দ আর ধরে না| দুর্ঘটনার রেশ প্রায় তাদের মন থেকে মুছে যেতে লাগল| ভালুক দম্পতি মনে করল যে এই দুর্ঘটনা তাদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে ফিরে এসেছে| কারণ এই ঘটনার জন্যই তারা তাদের জীবনে এই মিষ্টি “টমি” নামের কাঠবিড়ালীকে খুঁজে পেয়েছে| জীবন আরও আনন্দময় হয়ে উঠল|